AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date 16-05-2025 Time: 7.50 P.M.

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) সুপ্রিম কোর্টা রাজ্য সরকারী কর্মীদের প্রাপ্য মহার্ঘ্যভাতার বকেয়া পরিমাণে ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

বিজেপি, সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ্যভাতা ১-শো শতাংশই মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

২) অবিলম্বে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া সহ একাধিক দাবিতে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা আজও বিকাশভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন।

৩) তৃণমূল কংগ্রেস দলীয় সাংগঠনিকস্তরে বেশকিছু রদবদল। বীরভূম ও উত্তর কলকাতার সভাপতি পদ থেকে সরানো হলো অনুব্রত মন্ডল ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

৪) অপারেশন সিন্দুরের সাফল্য উদযাপনে সারা দেশের সঙ্গে কলকাতাতেও আজ তিরঙ্গা যাত্রা আয়োজিত হয়েছে।

৫) মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের পর ফিরে আসার পথে পর্বতারোহী সুব্রত ঘোষের মৃত্যু হয়েছে।

৬) আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের প্রাক্তন ঘোষক মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত।

oooooooooooooooooooooooooooooo

সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রাপ্য মহার্ঘ্যভাতা বা DA-র মোট বকেয়া পরিমাণের ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। দুই বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ আজ এই নির্দেশ দেন। দীর্ঘ দিন ধরেই বারবার DA মামলার শুনানি শীর্ষ আদালতে পিছিয়ে যাওয়ার পর আজ অবশেষে তার শুনানি হয়।

এখনো পর্যন্ত কত শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা রাজ্য সরকার দিয়েছে এবং কত বাকি আছে, তা' আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে বলেছে শীর্ষ আদালত।

রাজ্যের আইনজীবি অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির উদ্দেশে বেঞ্চ, কলকাতা হাইকোর্ট এবং স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল – স্যাটের নির্দেশের কপি খতিয়ে দেখে অন্ততঃ ৫০ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা মিটিয়ে দিতে বলেছেন। জবাবে শ্রী সিঙ্ঘভি জানান, বর্তমানে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ রাজ্যের দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তারপরই আপাতত ২৫ শতাংশ DA চার সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার এই নির্দেশ দেন বেঞ্চ। মামলার পরবর্তী শুনানি আগস্ট মাসে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২৮শে নভেম্বর রাজ্যের DA মামলা প্রথমবার সুপ্রিম কোর্টে ওঠে। সেই থেকে একাধিকবার এসংক্রান্ত মামলা পিছিয়ে যায়। আদালত অবশ্য জানিয়েছে, কেন্দ্রের সমতুল হারে DA দেওয়ার যে নির্দেশ হাইকোর্ট দিয়েছিল, সেই পর্যবেক্ষণে কোন ভুল নেই।

oooooooooooooooooooooo

বিজেপি সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা ১০০ শতাংশই মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অবিলম্বে ২৫শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা দেওয়া এবং এক বছরের মধ্যে পুরো বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া উচিত।

অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আদালতের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে বলেছন, সুপ্রিম কোর্ট আইনি পথে মুখ্যমন্ত্রীকে শিক্ষা দিয়েছে। কলকাতায় আজ এক

সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এও দাবি করেন, সরকারি কর্মচারীদের অধিকার আটকাতে রাজ্য সরকার প্রায় দু কোটি টাকা খরচ করেছে।

এই লড়াই-এ বিজেপি সমর্থিত কর্মচারী পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার জন্যও তাদের লড়াই জারি থাকবে। পাশাপাশি অবিলম্বে ৬ লক্ষ শূন্যপদ পুরনেরও দাবি জানিয়েছেন শুভেন্দুবাবু।

(বাইট – শুভেন্দু)

সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে খুশির হাওয়া । **সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের** আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেছেন, শীর্ষ আদালত কর্মীদের প্রাপ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

(বাইট – ভাস্কর)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন পি এস কে ইউ-ও কর্মচারীদের বকেয়া ডি এ ১-শো শতাংশ রাজ্য সরকারের মিটিয়ে দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুভাশিষ দাস, এক বিবৃতিতে বলেছেন, শীর্ষ আদালতের এই রায়ে ডিএ নিয়ে তাদের দাবি যে ন্যায় সংগত, তা আবারও প্রতিষ্ঠিত হলো।

আগামী ২২-শে মে যৌথ আন্দোলন মঞ্চের পক্ষ থেকে ডি এ সহ বিভিন্ন দাবিতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে তারা মিছিলের ডাক দিয়েছেন বলে সুভাশিষবাবু এক বিবৃতিতে জানান। মিছিল শেষে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপিও দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও কোন স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি। দলের নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার আকাশবাণীকে জানিয়েছে, গোটা রায় খতিয়ে দেখেই দল পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।

oooooooooooooooooooooooooooooo

অবিলম্বে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া সহ একাধিক দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ওপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিধাননগরে বিকাশভবনের সামনে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আজও অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন, কালো ব্যাজ করে তারা প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। সেখানেই তারা পালন করেন ধিক্কার দিবসও। কয়েক হাজার চাকরিহারা শিক্ষক – শিক্ষিকার পাশাপাশি, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষও সামিল হন এই কর্মসূচীতে

গতকালের মতো পরিস্থিতি এড়াতে বা যাতে কেউ আটকে না পড়েন তাই আজ বিকেল তিনটেয় বিকাশভবনে ছুটি ঘোষণা করা হয়। যোগ্য শিক্ষক অধিকার মঞ্চের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে তাদের কর্মসূচীকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানাতে দেওয়া হবে না।

আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন –

(ভয়েসকাস্ট – সুমন মুখোপাধ্যায়)

এদিকে, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির উদ্যোগে আজ কলকাতার এস এস সি অফিস - আচর্য সদনের সামনে থেকে বিকাশভবন পর্যন্ত ধিক্কার মিছিল বের করা হয়।

আর এস পি-র ছাত্র-যুব-মহিলা শিক্ষক ও শ্রমিক সংগঠন মৌলালী মোড়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা করে।

SFI-DYFI–AIDW-এর শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠন, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির পক্ষ থেকেও আজ বারাসাতের চাপাডালি মোড়ে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়।

এদিকে, পুলিশ বিকাশভবনের সামনে চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলন চলাকালীন লাঠিচার্জের ঘটনায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে।

এ ডি জি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতীম সরকার আজ জাভেদ শামিমের সঙ্গে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পুলিশ গতকাল বিকেল পর্যন্ত সংযতই ছিল। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা বিকাশভবনে থাকা কর্মী, আধিকারিক এবং অন্যদের বেরোতে বাধা দিলে তাদের উদ্যোগ নিতে হয়। সেময়ই চাকরিহারারা পুলিশের ওপর চড়াও হন বলে তাঁর অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হয়েই বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলে শ্রী সরকার জানান।

তিনি বলেন, গতকালের ঘটনায় আন্দোলনকারীদের পাল্টা আঘাতে ১৯ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর।

(বাইট – সুপ্রতীম)

oooooooooooooooooooooooooooooo

চাকরি ফিরিয়ে দেবার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের উপর বিকাশ ভবনে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জের প্রতিবাদে কংগ্রেস আজ কলকাতায় ধিক্কার মিছিল করে । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে মিছিল দক্ষিণ কলকাতার যদুবাবুর বাজার থেকে হাজরা মোড় পেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যেতে শুরু করলেন পুলিশ মিছিল আটকে দেয় । ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের বাদানুবাদ শুরু হয়। ন্যায্য দাবি নিয়ে শিক্ষকদের এই আন্দোলনে শিক্ষকদের ওপর কেন লাঠি চালানো হবে সে প্রশ্ন তার দল মুখ্যমন্ত্রী , রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে করতে চান বলে শুভঙ্কর বাবু মন্তব্য করেন।

বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর পুলিশি আচরণের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এর পক্ষ থেকে আজ সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়। জেলা ও ব্লক শহরগুলিতে চলে প্রতিবাদ মিছিল।

oooooooooooooooooooooooooooooo

আর জি কর হাসপাতালে পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনি চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো সিবিআই আজ আবারো কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে দাখিল করা ঐ রিপোর্ট এ সিবিআইয়ের তরফে আবারও জানানো হয়েছে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় সঞ্জয় রায় একাই দোষী। পরিবারের তরফে বার বার যে দাবি করা হচ্ছে ঘটনাস্থলে সঞ্জয় রায় ছাড়াও অন্য ব্যাক্তি উপস্থিত ছিল, সেবিষয়ে সিবিআই আগেই তদন্ত করেছে এবং তাদের সেই তদন্তে সেরকম কিছুই পাওয়া যায়নি। হাইকোর্ট, রিপোর্টের কপি পরিবারকে দিতে নির্দেশ

দিয়েছে। পরিবারের আইনজীবী রিপোর্ট খতিয়ে দেখে আগামী ৩০ জুন তাদের আপত্তির বিষয়ে আদালতে জানাবে।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের সাংগঠনিকস্তরে বেশকিছু রদবদল করেছে।

বীরভূম এবং কলকাতা উত্তর সাংগঠনিক জেলার জন্য জেলা সভাপতির পরিবর্তে নয় সদস্যের কোর কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। অনুব্রত মন্ডলকে বীরভূম জেলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, কোর কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন তিনি। জেলাসভাপতি পদটি শূন্য রাখা হয়েছে। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলার চেয়ারপারসন পদে রাখা হয়েছে।

জেলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উত্তর কলকাতার জেলা চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

মালদায় দুষ্কৃতিদের হাতে নিহত দলীয় নেতা দুলাল সরকারের স্ত্রী, চৈতালি সরকারকে করা হয়েছে চেয়ারম্যান।

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর সাংগঠনিক জেলায় নেতৃত্বে রদবদল করা হলেও
জঙ্গিপুর সংগঠনের সভাপতি ও চেয়ারম্যান পদে কোনও বদল হয়নি। বহরমপুরে বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরীকে সরিয়ে চেয়ারম্যান পদে আনা হয়েছে, আর এক বিধায়ক নিয়ামত শেখকে। রবিউলকে অবশ্য রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য করেছে দল।

কোচবিহারে সাংগঠনিকস্তরে কোন পরিবর্তন হয়নি। অভিজিৎ দে ভৌমিক জেলা সভাপতি এবং গিরিন্দ্রনাথ বর্মন চেয়ারম্যান হিসেবেই রয়েছেন।

গত বছর একুশে জুলাই সভায় রদবদলের কথা ঘোষণা করেছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারাসত সাংগঠনিক জেলার ক্ষেত্রে দুই পদে কারও নামই ঘোষণা হয়নি। দার্জিলিং সমতল সাংগঠনিক জেলার ক্ষেত্রে জেলা সভাপতির নাম ঘোষণা স্থগিত আছে। দ্রুত এই নামগুলো জানানো হবে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

oooooooooooooooooooooooooooo

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য উদযাপনে সারা দেশের সঙ্গে কলকাতাতেও আজ তিরঙ্গা যাত্রা হয়। রাজ্য বিজেপির উদ্যোগে বিকেলে কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে শ্যামবাজারে নেতাজি মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এবং ভারতীয় সেনাকে স্যালুট জানিয়ে এই পদযাত্রা শেষ হয়। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ সাংসদ ও বিধায়করা শামিল হন এই পদযাত্রায় ।

দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আগামী তিনদিন প্রতিটি জেলায় এই তিরঙ্গা যাত্রা করা এবং সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, একসময় বাংলা জাতীয়তাবাদের উৎস স্থল ছিল। বাংলায় আবার সেই জাতীয়তাবাদের স্রোত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই জাতীয়তাবাদই আগামী দিনে বাংলাকে পথ দেখাবে।

(বাইট – সুকান্ত)

শ্রী মজুমদার জানান, এক সময় যারা জাতীয় পতাকা হাতে নিতে এবং নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলতে ভয় পেতো তারাও আজ বিজেপির পথ অনুসরণ করে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমেছে।

পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে আজ বিকেলে জাতীয় পতাকা হাতে তেরঙ্গা যাত্রায় পা মেলান শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। কালচারাল অ্যান্ড লিটারেরি ফোরাম অফ বেঙ্গল আয়োজিত এই তেরঙ্গা যাত্রা আসানসোলের আশ্রম মোড় থেকে শুরু হয়ে কর্পোরেশন মোড়ে শেষ হয় । উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি, আসানসোল বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, কাউন্সিলার অমিত তুলসিয়ান প্রমুখ।

oooooooooooooooooooooooooooo

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যোগ্য নেতৃত্বে সমগ্র দেশবাসী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী অপারেশন সিন্দুরে সাফল্য লাভ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন অভিনেতা হিরন চ্যাটার্জী।

আকাশবাণীকে তিনি বলেন, যেভাবে বায়ু সেনা পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করেছে তাতে ভারতবাসী হিসেবে তিনি গর্বিত।

(বাইট - হিরন চ্যাটার্জী)

রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুর সভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছেন দেশকে রক্ষার কাজ করতে গিয়ে যেসব সেনা কর্মী শহীদ হয়েছেন তাদের আত্ম বলিদান কে কুর্নিশ জানানোর জন্য তৃণমূল কংগ্রেস আগামীকাল থেকে দুদিন মিছিল করবে। তিনি বলেন, ভারতের সেনা, মহিলা সেনাদের জন্য আমরা গর্বিত। সেনাবাহিনী আমাদের প্রতিনিয়ত সুরক্ষা করছেন বলেই দেশবাসী নিরাপদে ও , সুরক্ষিত আছে বলে মন্তব্য করেন ফিরহাদ হাকিম।

oooooooooooooooooooooooooooo

মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের পর সাউথ সামিট ও হিলারি স্টেপ এর মধ্যবর্তী জায়গায় মৃত্যু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার রানাঘাটের বাসিন্দা সুব্রত ঘোষের। পেশায় শিক্ষক সুব্রত বাবু লায়ন্স ক্লাব রানাঘাটের ওয়েস্ট এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার সঙ্গে থাকা রুম্পা দাশকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

১৫ ও **১৬** তারিখ মধ্যবর্তী রাতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। ক্যাম্প ফোর থেকে দেরিতে এভারেস্ট শৃঙ্গের উদ্দেশ্যে বেরোনো এবং শীর্ষ জয়ের পর অক্সিজেন শেষ হওয়ার কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

আকাশবাণী কলকাতার প্রাক্তন ঘোষক মিহির বন্দোপাধ্যায় আজ দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল 84 বছর। 1965 সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি আকাশবাণীর ঘোষক হিসাবে যোগদান করেন। অত্যন্ত সুকণ্ঠের অধিকারী ঘোষক হিসাবে তাঁর পরিচিতির পাশাপাশি তাঁর উপস্থাপনায় "সবিনয় নিবেদন",

"গল্পদাদুর আসর" ও পুরানো বাংলা ছায়াছবির গানের কিছু অনুষ্ঠান বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি নিজেও বেশ কিছু সঙ্গীত রচনাও করেছিলেন।

প্রয়াত বন্দোপাধ্যায় এক কথায় ছিলেন আকাশবাণী বিষয়ে এক বিপুল তথ্যের ভান্ডার। যোগদানের দিন থেকে তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিমেয়।

সহকর্মীদের প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। জনপ্রিয় ঘোষক গৌরী ঘোষের প্রয়াণের পর আকাশবাণী সংবাদে তিনি বলেছিলেন সেই সময় সরকারি মাধ্যমে থেকে বাইরে অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে অনেক বিধিনিষেধ ছিল।

(বাইট - মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়)

অবসর গ্রহণের পর তিনি জ্ঞানবাণীতেও বেশকিছু দিন কাজ করেছেন। তাঁর বাংলাভাষা শিক্ষা অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের কাছে ছিল খুবই জনপ্রিয়।

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo